হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Tel: 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: pd.hfmlip@lged.gov.bd ;
For more information visit: http://www.lged.gov.bd/ProjectLibrary.aspx?projectID=290

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির (IMC) প্রশিক্ষণ মডিউল

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

ডিসেম্বর ২০১৬

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্তা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (এলজিইডি অংশ) শীর্ষক " প্রকল্পটি হাওর অঞ্চলের ৫টি জেলা যথাঃ সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ জেলার ৩৩টি দূর্গম হাওর উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ হাওর অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামোর সংস্কার ও নির্মাণ এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক গতিশীলতায় অবদান রাখা।

অত্র প্রকল্পে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এর আওতায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন, হাট ও ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। নির্মাণাধীন অবকাঠামো সমূহের নির্মাণ কাজ চলমান অবস্থায় ঐ এলাকায় গন্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন কমিটি (Implementation Monitoring Committee-IMC) গঠন করা হবে। যার ফলে IMC নির্মাণকালীন অবকাঠামোর গুণগত মান বজায় এবং নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষনে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি একটি গুরুত্বপূর্ন প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। মডিউলটি সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের উপকারে আসবে এবং এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিত হবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

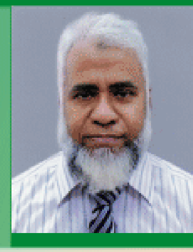

প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রসঙ্গ কথা

নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষন প্রশিক্ষণ কোর্সটি IMC কমিটির সদস্যদের জন্য জন্য একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরন ও রক্ষণাবেক্ষন কৌশলের উপর ধারনা দেওয়া এ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণার্থীগন সফল ভাবে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষনের উপর বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞান লাভ করবেন।

উক্ত কোর্সটিতে প্রতিটি অধিবেশনের জন্য আলাদাভাবে অধিবেশন পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং অনুশীলনে প্রশিক্ষকের অনুসরণের জন্য পদ্ধতিগুলো লিখে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ অধিবেশনগুলো পরিচালনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে অবশ্যই সময়মত প্রতিটি অধিবেশন শেষ করার চেষ্টা করবেন যাতে কোন অধিবেশন সদস্যদের কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়। অধিবেশন পরিকল্পনায় প্রতিটি অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মেয়াদ, সময় বন্টন ও প্রশিক্ষণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিষদ বিবরন দেয়া হয়েছে যা প্রশিক্ষকের জন্য একটি চেকলিষ্ট হিসাবে কাজ করবে।

এ ছাড়াও, প্রশিক্ষক প্রতিটি অধিবেশন শেষে অধিবেশন পরিকল্পনায় উল্লেখিত ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। এতে অধিবেশনটি পর্যালোচনায় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি।

সেখ মোহাম্মদ মহসিন

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১. প্রশিক্ষক অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষাতে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন।

২. এমনভাবে কথা বলবেন যেন সকল প্রশিক্ষণার্থী শুনতে পান।

৩. প্রশিক্ষণের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা জড়তা ভেঙ্গে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারেন।

৪. মাঝে মাঝেই প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে তারা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারছে কিনা।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রশ্ন করলে আন্তরিকতার সাথে তার উত্তর দিতে হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে ভুল উত্তর দেয়া যাবে না এবং সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য সময় নিতে হবে।

৬. প্রতিটি আলোচ্য বিষয় শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে তারা কতটুকু বুঝেছে। কোন বিষয় না বুঝলে পুনরায় তাদের বুঝাতে হবে।

৭. কোন নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষক কোন একজন বিশেষ প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তার সাথেই বেশী যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

৮. প্রশিক্ষণের শেষে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু যেন প্রশিক্ষণার্থীরা মুখস্ত বলতে পারে সেভাবে বার বার নিজে বলে ও প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা বলিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৯. নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ করতে হবে।

১০. প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে কোন উপকরণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্বেই তার ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণের সময় প্রদর্শন করতে হবে।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রশিক্ষন সময়সূচী	০১
০২	কোর্স পরিচিতি	০২
০৩	পরিচিতি, কোর্সের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদান	০৩
০৪	IMC গঠন প্রক্রিয়া, সদস্যদের যোগ্যতা,কমিটির দায়িত্বকলী ও কর্মপরিধি	০৬
০৫	লে-আউট, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান, ব্রুক/কংক্রিট/বিসি রোড, ব্রুক/কংক্রিট/কার্পেটিং/AS/WBM, কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন সর্ম্পকে ধারনা প্রদান	১২
০৬	সড়ক তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা প্রদান	১৮
০৭	সড়ক রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২১

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর
ঢাকা-১২০৭।

আইএমসি প্রশিক্ষণ কোর্সের সময় সূচী

প্রশিক্ষনের মেয়াদ ঃ ০১ দিন।
প্রশিক্ষনের বিষয় ঃ নির্মান কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরন ও রক্ষনাবেক্ষন
অংশগ্রহনকারী ঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর মেম্বার ।
অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ঃ ১০ জন।

দিন	সময়	মেয়াদ	বিষয়	ফ্যাসিলিটেটর
১ম দিন	৯.০০-৯.৩০	০.৩০ ঘন্টা	রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
	৯.৩০-১০.৩০	১.০০ ঘন্টা	উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ প্রধান অতিথিঃ নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি-উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
	১০.৩০-১০.৪৫	০.১৫ ঘন্টা	চা বিরতি	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
	১০.৪৫-১১.০০	০.১৫ ঘন্টা	পরিচিতি, কোর্সের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
	১১.০০-১২.০০	১.০০ ঘন্টা	আইএমসি গঠন প্রক্রিয়া, সদস্যদের যোগ্যতা, কমিটির দায়িত্বাবলী ও কর্মপরিধি	এসএই (জিওবি)/ কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট
	১২.০০-১.০০	১.০০ ঘন্টা	কারিগরি বিষয়কঃ -স্কীমের স্পেসিফিকেশন ও বাজেট - লে আউট - নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান - ব্রুক/কংক্রিট/বিসি রোড - ব্রুক/কংক্রিট/কার্পেটিং/AS/WBM - রাস্তার পুরুত্ব ও কম্প্যাকশন - জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা	একজন (ইনফ্রাস্ট্রাকচার)/ কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট
	১.০০-২.০০	১.০০ ঘন্টা	নামাজ ও খাবারের বিরতি	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
	২.০০-৩.০০	১.০০ ঘন্টা	সড়ক তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা প্রদান	উপজেলা প্রকৌশলী
	৩.০০-৪.০০	১.০০ ঘন্টা	সড়ক রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	ইউপি চেয়ারম্যান
	৪.০০-৪.৩০	০.৩০ ঘন্টা	সমাপনী অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ১ম সময়ঃ ৯:০০- ৯.৩০ মেয়াদকালঃ ০:৩০ ঘন্টা

অভীষ্ট দল ঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর সদস্য ।

অধিবেশন শিরোনাম ঃ রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও কোর্স পরিচিতি।

লক্ষ্য ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে আইএমসি প্রশিক্ষন কোর্সের উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচয় ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে-

- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী ও আমন্ত্রিতদের মাঝে পরিচিতি ঘটবে।
- আমন্ত্রিত অতিথিগণ কোর্সের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন।

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	**ভূমিকা**		০৫ মিনিট
	সবাইকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা	বক্তৃতা	
০২.	**বিষয়বস্তুঃ**		১০ মিনিট
	- সুনির্দিষ্ট ফরমে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন - একজন প্রশিক্ষণার্থী ও একজন আমন্ত্রিত অতিথি কোর্সের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান - প্রধান অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন	বক্তৃতা	
০৩.	পরিচিতি পর্বঃ প্রশিক্ষণার্থীগন একজন একজন করে নিজের নাম ও ঠিকানা উল্লেখপূর্বক নিজের পরিচয় প্রদান করবেন।		০৫ মিনিট
০৪.	**সার সংক্ষেপ**		০৫ মিনিট
	- সকলের নিবন্ধন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা - সকলেই প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছে কিনা তা যাচাই করা - প্রশিক্ষক কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রশিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	বক্তৃতা	
০৫.	**পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগঃ**		০৫ মিনিট
	পরবর্তী অধিবেশনে সার্বিকভাবে কোর্সের মৌলিক অবকাঠামো এবং কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।	বক্তৃতা	
সহায়ক সামগ্রীঃ ব্যানার, রেজিস্ট্রেশন ফরম, প্যাড, কলম, পেন্সিল ও মার্কার ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ১ম, সময়ঃ ১০.৪৫ - ১১.০০   মেয়াদ কালঃ ১৫ মিনিট

অভীষ্ট দল ঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর মেম্বার।

অধিবেশন শিরোনাম ঃ পরিচিতি, কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদান ।

লক্ষ্যঃ প্রশিক্ষনার্থীদেরকে কোর্সের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদান এবং প্রশিক্ষনার্থীদের একে অপরকে ভালভাবে জানার ও বুঝার সুযোগদান যাতে তারা কোর্সের সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হন এবং বন্ধুত্বপূর্ন শিক্ষন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিনার্থীগণ-

- একে অপরকে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।
- কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আলোচ্যসূচী বুঝতে পারবেন।
- প্রশিক্ষনকালীন সময়ে মেনে চলার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করবেন।

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	**ভূমিকা**		০২ মিনিট
	স্বাগতম প্রশিক্ষক কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাবে কোর্সের গুরুত্ব ব্যাখা	বক্তৃতা	
০২.	**বিষয়বস্তুঃ**		০৫ মিনিট
	কোর্সের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সর্ম্পকে ধারনা প্রদান IMC এর কর্মপরিধি ও প্রশিক্ষনের গুরুত্ব কোর্সের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, হ্যান্ড আউট বিতরণ এবং সঠিকভাবে সবাই বুঝেছে কি না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করবেন	প্রশ্নোত্তর	
০৩.	**প্রশিক্ষণ নীতিমালাঃ** - প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে সম্পাদনে প্রশিক্ষণ নীতিমালার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন। - সব শেষে প্রশিক্ষক সার-সংক্ষেপ করে কিছু সংখ্যক একক নীতির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরী করবেন এবং রঙিন পোষ্টার পেপারে লিখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।	একক অনুশীলন	০৫ মিনিট
০৪.	**সময় সূচীঃ** প্রশিক্ষক কোর্সের সময় সূচী বিতরন করবেন, সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোন মতামত আছে কিনা তা জানতে চাইবেন।	বক্তৃতা	০৩ মিনিট
	প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষক মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা করবেন।		

সহায়ক সামগ্রীঃ ব্যানার, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার ইত্যাদি।

কোর্সের সার্বিক উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে প্রশিক্ষনার্থীগণ ঃ

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন।
- IMC বলতে কি বুঝায়,এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রসমূহ এবং সদস্যদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- IMC গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- সদস্যদের যোগ্যতা, কমিটির দায়িত্বাবলী ও কর্মপরিধি গুলো উল্লেখ করতে পারবেন ।
- লেআউট, নির্মান সামগ্রীর গুনগত মান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্লক/কংক্রিট/সিসি রোড, ব্লক/কংক্রিট/কার্পেটিং/ AS/WBM, কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব/ Specification ও কম্পেকশন সম্পর্কে বর্ননা করতে পারবেন।
- সড়ক তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বলতে পারবেন।
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ননা করতে পারবেন।

প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা

প্রকল্পের নাম	ঃ	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	১। হাওর অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামোর সংস্কার ও নির্মাণ ২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং ৩। হাওর অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	ঃ	৮ বছর, জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২২
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ।
প্রকল্প এলাকা	ঃ	৫টি জেলার (কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ৩৩টি উপজেলা।
একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন এর তারিখ	ঃ	১২ আগষ্ট, ২০১৪
বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা এর মধ্যে ঋণ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	১৬ জুন, ২০১৪
প্রকল্পের অর্থায়ন/অর্থের উৎস	ঃ	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার
উন্নয়ন সহযোগী	ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
মোট প্রকল্পের ব্যয়, জিওবি, প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৮৩০০০.৬৪ লক্ষ টাকা, ২৮৩৩০.৯৭ লক্ষ টাকা, ৫৪৬৬৯.৬৭ লক্ষ টাকা

IMC এর কর্মপরিধি ও প্রশিক্ষনের গুরুত্ব

অত্র প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এর আওতায় প্রায় ৪১৫ কিঃমিঃ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মিটার ব্রীজ, ৮৬০ মিটার কালভার্ট, ৫২০ কিঃমিঃ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ, ২২টি হাট ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে । নির্মানাধীন অবকাঠামো সমুহের নির্মান কাজ চলমান অবস্থায় ঐ এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন কমিটি (Implementation Monitoring Committee -IMC) গঠন করা হবে। যার ফলে IMC অবকাঠামোর গুণগত মান বজায় রাখার ব্যাপারে ভুমিকা রাখতে পারবে। যেহেতু অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সাথে রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা পরোক্ষভাবে জড়িত, সেহেতু প্রকল্পের সকল IMC কে নির্মাণ সময়ে অবকাঠামোর গুণগতমান পর্যবেক্ষণে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে IMC অবকাঠামো বাস্তবায়নের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হবে, নির্মাণ পরবর্তী রক্ষনাবেক্ষনে ভুমিকা রাখতে পারবে, উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে এবং অধিকারবোধ তৈরী হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন তারিখ: সময়:১১.০০-১২.০০ মেয়াদকাল: ১.০০ ঘন্টা

অভীষ্ট দলঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মিস্ত্রি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ান পরিষদ এর সদস্য।

অধিবেশনের শিরোনাম ঃ IMC গঠন প্রক্রিয়া, সদস্যদের যোগ্যতা, কমিটির দায়িত্বাবলী ও কর্মপরিধি ।

লক্ষ্যঃ অংশগ্রহনকারীদেরকে IMC গঠন প্রক্রিয়া, সদস্যদের যোগ্যতা,কমিটির দায়-দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ধারনা দেয়া হবে যাতে তারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

- IMC গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- কমিটির দায়িত্বলী ও কর্মপরিধি সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	ভূমিকা		০৫ মিনিট
	স্বাগত জানানো পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব/বিষয়বস্তু বর্তমান অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
০২.	বিষয়বস্তুঃ		
	● IMC বলতে কি বুঝায়, এর গঠন প্রক্রিয়া ● সদস্যদের যোগ্যতা ● কমিটির দায়িত্বলী ও কর্মপরিধি	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা ও দলীয় অনুশীলন	২০ মিনিট ১০ মিনিট ১৫ মিনিট
০৩.	সার-সংক্ষেপঃ		১০ মিনিট
	প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা অধিবেশন সমাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	মুক্ত আলোচনা/ প্রশ্নোত্তর	
সহায়ক সামগ্রীঃ হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি			

ভূমিকা ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় নির্মানাধীন অবকাঠামো সমূহের নির্মান কাজ চলমান অবস্থায় ঐ এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন কমিটি (Implementation Monitoring Committee -IMC) গঠন করতে হবে। যার ফলে IMC অবকাঠামোটির গুণগত মান বজায় রাখার ব্যাপারে ভুমিকা রাখতে পারবে। যেহেতু অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সাথে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি পরোক্ষভাবে জড়িত, সেহেতু প্রকল্পের সকল IMC কে নির্মাণ সময়ে অবকাঠামোর গুণগতমান পর্যবেক্ষণে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে IMC অবকাঠামো বাস্তবায়নের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হবে, নির্মাণ পরবর্তী রক্ষনাবেক্ষনে ভুমিকা রাখতে পারবে, উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে এবং অধিকারবোধ তৈরী হবে।

IMC গঠন প্রক্রিয়াঃ

প্রতিটি সড়ক নির্মানের কাজ পর্যবেক্ষন, নির্মানের পরে সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষন ও নিরাপত্তা বিধান কল্পে ঐ এলাকায় স্কুল শিক্ষক, ইউপি মেম্বার, স্থানীয় এলসিএস এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি IMC গঠন করতে হবে (সংযুক্তি-১)। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫-৭ জন হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ হবে মহিলা। সংশ্লিষ্ট এলসিএস অর্গানাইজারের সুপারিশে উপজেলা প্রকৌশলী IMC সদস্য নির্বাচন করবেন এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীর সুপারিশে নির্বাহী প্রকৌশলী নির্ধারিত ফরমেটে IMC অনুমোদন করবেন। জমিদাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বা তার প্রতিনিধিও একজন সদস্য হিসাবে থাকবেন। কমিটির সদস্যগন তাদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি নির্বাচন করবেন। কমিটি প্রতি তিনমাসে নিয়মিত সভায় মিলিত হবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা করতে পারবেন।

সদস্যদের যোগ্যতাঃ

- স্কীম এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মান কাজ পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারবেন।
- সমাজের সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তি/স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা/ নির্বাচিত ইউপি সদস্য/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান।
- নির্মাণ কাজ সম্পর্কে ধারণা আছে এমন সদস্যকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

কমিটির দায়িত্বাবলী ও কর্মপরিধি ঃ

- ভৌত অবকাঠামো নির্মানের সময় কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও এর গুণগত মান বিশ্লেষন করা।
- যথাযথ মান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সম্পাদনে এলসিএসকে সহায়তা করা।
- এলসিএস সদস্যদের মজুরী প্রদান পর্যবেক্ষন করা।

- নির্মাণ পরবর্তী রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতের কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা।
- সড়কের প্রভাব মূল্যায়নে অংশগ্রহন করা।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মানের সময় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দাখিল করা। এখানে উল্লেখ্য যে, এ কমিটি কোন ক্রমেই এলসিএস/ঠিকাদারের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারবে না।

কাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অভিযোগ করার পদ্ধতিঃ

IMC সদস্যগণ কাজ পর্যবেক্ষণ করে এ সম্পর্কে কোন অভিযোগের জন্য নির্ধারিত ছক (সংযুক্তি-২) ব্যবহার করতে পারবেন। কোন অভিযোগ করতে হলে অভিযোগ পত্রে অন্তত পক্ষে তিন জন সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে। পর্যবেক্ষক দল অভিযোগের বিষয়ে নির্মান স্থলে প্রকল্প বা এলজিইডির উপস্থিত প্রতিনিধিকে প্রথমে জানাবেন, তবে কোন প্রতিনিধি না থাকলে উপজেলা প্রকৌশলীকে বা জেলার প্রকল্প সমন্বয়কারীকে জানাবেন। উপজেলা প্রকৌশলী/জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী নিজে অথবা যথাযথ প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থান পরিদর্শনপূর্বক ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তার অনুলিপি নির্বাহী প্রকৌশলী, এলসিএস/ঠিকাদার ও পর্যবেক্ষন কমিটিকে পাঠাবেন। যদি ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্প সমন্বয়কারী কোন ব্যবস্থা না নেন তবে অভিযোগ পত্রের অনুলিপি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর পাঠাবেন। অভিযোগ প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী কোন ব্যবস্থা না নিলে প্রকল্প পরিচালককে অভিযোগ পাঠাতে পারবেন।

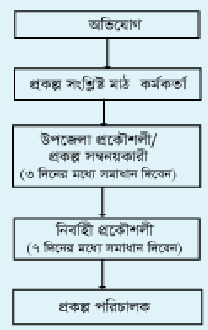

পর্যবেক্ষণ দল নিজেদের সুবিধামত সময়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন এবং নির্মাণ স্থানে ঠিকাদার যে সাইট অর্ডার বই রাখেন পর্যবেক্ষণ দলের প্রতিনিধি পরিদর্শনের সময় সেখানে মন্তব্য লিখবেন।

সংযুক্তি-১

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

IMC গঠন

প্যাকেজ নং ঃ ....

স্কীমের নাম ঃ ....

....

ইউনিয়ন ঃ .... উপজেলা ঃ ....

জেলা ঃ ....

IMC সভাপতির নাম ঃ ....

ক্র. নং	আইএমসি সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর
০১						
০২						
০৩						
০৪						
০৫						
০৬						
০৭						

স্বাক্ষর : উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি। (অফিসিয়াল সীল)	স্বাক্ষর : উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি। (অফিসিয়াল সীল)	স্বাক্ষর : প্রকল্প সমন্বয়কারী এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি। (অফিসিয়াল সীল)	স্বাক্ষর : নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি। (অফিসিয়াল সীল)

সংযুক্তি-২

গ্রামীণ/ইউনিয়ন/উপজেলা সড়ক নির্মান কাজ পর্যবেক্ষন ছক

প্যাকেজ নং ঃ ....

স্কীমের নাম ঃ ....

....

ইউনিয়ন ঃ ....উপজেলা ঃ ....

পরিদর্শনের তারিখ ঃ ....

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষনের বিষয়	পর্যবেক্ষনের ফলাফল (টিক চিহ্ন দিন)	মন্তব্য
০১	নির্মাণ সামগ্রীঃ		
	ক. ইট	মান ভাল/খারাপ	
	খ. বালু	মান ভাল/খারাপ	
	গ. খোয়া	মান ও সাইজ ঠিক, হ্যাঁ/না	
	ঘ. সিমেন্ট	মান ভাল/খারাপ	
০২	সিমেন্ট রাখার ব্যবস্থা	ঠিক আছে/নাই	
০৩	রডের মরিচা আছে	হ্যাঁ/না	
০৪	কংক্রিট তৈরী		
	ক. বালি ও খোয়া পরিস্কার করা হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	খ. কংক্রিট তৈরীর স্থান পরিস্কার আছে	হ্যাঁ/না	
	গ. ইট ও খোয়া পানিতে সঠিক সময় পর্যন্ত ভিজিয়ে নেয়া হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	ঘ. সিমেন্ট, বালু ও খোয়ার অনুপাত সঠিকভাবে হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	ঙ. কংক্রিট সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	চ. কংক্রিটে ব্যবহৃত পানির মান ও পরিমান সঠিক আছে	হ্যাঁ/না	

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষনের ফলাফল (টিক চিহ্ন দিন)	
০৫	কংক্রিট ঢালাই		
	ক. ফ্রমওয়ার্ক ভালভাবে করা হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	খ. রডের ক্লিয়ার কভার দেয়া হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	গ. ঢালাইয়ের নীচে পলিথিন সীট ব্যবহার করা হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	ঘ. রড বিছানো সঠিক আছে	হ্যাঁ/না	
	ঙ. ঢালাই স্থানে সঠিক নিয়মে কংক্রিট ফেলা হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	চ. সঠিকভাবে কম্পেকশন করা হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	ছ. তৈরীর ৪০ মিনিটের মধ্যে কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে	হ্যাঁ/না	
	জ. রোডে কেম্বার রাখা হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	ঝ. রোডের পুরুত্ব সঠিক রাখা হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	ঞ. রোডের প্রশস্ততা সঠিক রাখা হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
০৬	কিউরিং		
	ক. কিউরিং ভালভাবে হচ্ছে	হ্যাঁ/না	
	খ. ৭দিন পর্যন্ত কিউরিং হয়েছে	হ্যাঁ/না	
০৭	সঠিকভাবে বক্স কাটিং করা হয়েছে	হ্যাঁ/না	
০৮	রাস্তার নীচে বালির পুরুত্ব ও কম্পেকশন সঠিক আছে	হ্যাঁ/না	

কাজের মান সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ

পরিদর্শনকারীর নাম, পদবীসহ স্বাক্ষর

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন তারিখঃ সময়ঃ১২,০০-১,০০, মেয়াদ কালঃ ১,০০ ঘন্টা

অভীষ্ট দলঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেডমেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর মেম্বার।

অধিবেশনের শিরোনাম ঃ লে-আউট, নিমার্ণ সামগ্রী গুণগতমান, ব্লক/কংক্রিট/সিসি রোড, ব্লক/কংক্রিট/কার্পেটিং, AS/WBM,কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন।

লক্ষ্যঃ অংশগ্রহনকারী যাতে নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ও ব্লক/কংক্রিট/সিসি রোড, ব্লক/কংক্রিট/কার্পেটিং, AS/WBM,কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন সর্ম্পকে জানতে ও বলতে পারে।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

- লে-আউট, নিমার্ণ সামগ্রীর গুণগতমান সর্ম্পকে বলতে পারবেন।
- ব্লক/কংক্রিট/সিসি রোড সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- ব্লক/কংক্রিট/কার্পেটিং, AS/WBM সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন সর্ম্পকে বলতে পারে
  কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব ও কম্পেকশন সর্ম্পকে বলতে পারে

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	**ভূমিকা**		০৫ মিনিট
	স্বাগত জানানো পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব বর্তমান অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
০২.	**বিষয়বস্তুঃ**		
	● লে-আউট, বলতে কি বুঝায়, নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মানের বিবরন। ● ব্লক/কংক্রিট/সিসি রোডের বিবরণ ● ব্লক/কংক্রিট/কার্পেটিং, AS/WBM সর্ম্পকে বর্ণনা ● কিউরিং, রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন সর্ম্পকে বলতে পারবেন	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা ও দলীয় অনুশীলন	২০ মিনিট ১০ মিনিট ১৫ মিনিট
০৩.	**সার-সংক্ষেপঃ**		১০ মিনিট
	প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা অধিবেশন সমাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	মুক্ত আলোচনা/ প্রশ্নোত্তর	

সহায়ক সামগ্রীঃ হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি

লে-আউট (Layout)

লে-আউট (Layout) মানে সীমানা নির্ধারণ করা ।

- লে-আউট এর মাধ্যমে ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার আড়াআড়ি সীমানা, লম্বালম্বী সীমানা নির্ধারণ করা হয়। লে-আউট দেয়ার পর অন্যান্য কাজ যেমন মাটির কাজ, পাকা রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি করা হয় ।
- ঠিকাদার, প্রকল্প ও এলজিইডির কারিগরী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রাস্তার লে-আউট সম্পন্ন করতে হবে ।
- লে-আউট এর সময় ৫০ মিটার অন্তর অন্তর খুঁটি (peg) /রাস্তার পার্শ্বে গাছে (যদি থাকে) মার্কিং বা চেইনেজ লিখতে হবে এবং রাস্তার Formation Level / উপরি তল নির্ধারণ করতে হবে ।

নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মানঃ

ইটঃ কাঠামোতে ব্যবহারকারী ইট প্রথম শ্রেণীর হতে হবে। ইটের আকার (৯.৫"x৪.৫"x২.৭৫") হবে। দুটো ইটের মধ্যে বাড়ি দিলে পরিস্কার শব্দ হবে এবং সহজে ভাঙবে না। রং, আকার ও আকৃতি সম হবে। নখ দিয়ে আচর কাটিলে সহজে দাগ পড়বে না। ইটের রং গাঢ় তাম্র বর্ণের হইবে। (রং এর সামান্জা থাকবে, কাঁচা পাকা থাকবে না। ২টি ইট T- আকৃতি করে ৪.৫ ফিট -৫ ফিট উচ্চতায় নিচে ফেললে যদি না ভেঙ্গে যায় তবে ইটটি প্রথম শ্রেণীর ইট।

খোয়াঃ ভাঙ্গা পাথরের খোয়া ব্যবহার করতে হবে। আস্ত ছোট, মরা ও নরম পাথর ব্যবহার করা যাবে না। পাথরের আকার হবে সর্বোচ্চ ৩/৪ ইঞ্চি। ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই খোয়া ভিজিয়ে নিতে হবে।

বালুঃ কংক্রিটের জন্য সিলেট বালু (মোটা বালু) এবং প্লাষ্টারের জন্য চিকন বালু ব্যবহার করতে হবে। বালিতে কোন প্রকার শামুক/ ঝিনুক দানা, ময়লা/ আবর্জনা ও মরা বালি, কাদা, খড়-কুটা বা পচা লতা পাতা থাকতে পারবে না। পরিস্কার বালু ব্যবহার করতে হবে। বালি বেশি ধারাযুক্ত মোটা খরখরে ও দানাদার হতে হবে। এক মুষ্ঠি বালি কাঁচের এক গ্লাস পানিতে নাড়া দিয়ে যদি বেশি ঘোলা হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে এতে কাদার পরিমাণ অধিক এরূপ বালি ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে উক্ত পানি জিহ্বায় স্পর্শ করলে যদি লবন অনুভূত হয় তবে বোঝা যাবে উক্ত বালি লবনযুক্ত। ইহা ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত।

সিমেন্টঃ ফেক্টরীর সীল করা বস্তার সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। সিমেন্ট হাতে নিয়ে ডলা দিলে কোন দানা/গুড়া লাগলে সে সিমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। এক মুঠ সিমেন্ট মুষ্টিবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিলে মুষ্টিবদ্ধ থাকবে ভেঙ্গে যাবে না। ফ্যাকাশে বা মিশ্র বর্ণের সিমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না।

রিইনফোর্সমেন্ট বা রড ঃ রিইনফোর্সমেন্ট কাজ আরম্ভ করার পূর্বে রডের যাবতীয় কাজ সতর্কতার সাথে নিম্নবর্নিত বিষয়াদী পরীক্ষা করে নিতে হবে ঃ

ক) ইহা ধূসর বর্ণের কি না? কালো রঙের হতে পারবে না। চির, ফাটল, ফুটা থাকতে পারবে না। রড মরিচা মুক্ত কিনা

খ) ড্রইং অনুসারে রড স্থাপন করা হয়েছে কিনা ।

গ) রডগুলো ১৮ B.W.G. তার দিয়ে পদ্ধতি মোতাবেক শক্ত করে বাধা হয়েছে কিনা ।

ঘ) ক্র্যাংকগুলো নির্দিষ্ট মান ও মাপের আছে কিনা ।

ঙ) রড সঠিক স্থানে রাখার জন্য ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ।

পানি ঃ পরিস্কার, পানযোগ্য ও লবনমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।

সংরক্ষণঃ

সিমেন্টঃ শুষ্ক আবহাওয়া রোধি কক্ষে সিমেন্ট সংরক্ষণ করা উত্তম। সিমেন্ট গুদাম করার জন্য আর্দ্রতামুক্ত ঘরে অন্ততঃ ১ ফুট উচু প্লাট ফরম তৈরী করে নিতে হবে। শুষ্ক প্লাটফর্মের উপর সিমেন্টের বস্তা এক এক করে ১০/১৫ বস্তার উপর রাখা যাবে না। দীর্ঘদিন সিমেন্ট গুদামজাত না করাই উত্তম।

রড/স্টিলঃ শুষ্ক আবহাওয়ারোধী কক্ষে রড/ স্টিল সংরক্ষণ করতে হবে। মাটির সংস্পর্শে না রেখে শুষ্ক প্লাটফর্মের উপর রড/ স্টিল রাখতে হবে। যাহাতে মরিচা না পড়ে।

বালিঃ শুষ্ক মাটির উপর বালি রাখতে হবে। বালির চারপাশে ইট দিয়ে ঘের আকৃতিতে রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানিতে বালি ধুয়ে না যায়। বালি ঢেকে রাখা ভাল এতে ঘাস জমতে বাধা দেয়।

কংক্রিটের উপাদান নির্বাচনঃ

- ভাঙ্গা পাথরের খোয়া হইবে।
- পাথরের আকার হবে সর্বোচ্চ ৩/৪ ইঞ্চি এর অধিক হবে না।
- খোয়ার আকার বিভিন্ন আকৃতির হইবে।
- মধ্যম মানের বালি ব্যবহার করতে হবে।
- বিশুদ্ধ পানযোগ্য পানি ব্যবহার করতে হবে। (যেমন-টিউবওয়েলের পানি)
- লবনাক্ত পানি / ময়লা পানি ব্যবহার করা যাবে না।

কংক্রিটের উপাদান সমূহ অনুপাত করণঃ

- কংক্রিটের মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী কংক্রিটের উপাদান পরিমাপ করতে হবে।
- ব্যাচ মিক্সিং এর ক্ষেত্রে কংক্রিটের পরিমাণ সঠিক রাখতে হবে। যেমনঃ অনুপাত ১ঃ২ঃ৪, এখানে, সিমেন্ট=১ ভাগ, বালি=২ ভাগ, খোয়া=৪ ভাগ।

কংক্রিট মিশ্রণঃ

- কংক্রিট মিশ্রণ দুইভাবে করা যায়। ১। হাতে মিশ্রণ, ২। যন্ত্রে মিশ্রণ।
- হাতে মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রথমে শক্ত প্ল্যাটফর্মের উপর বালি ও তার উপর সিমেন্ট রেখে (অনুপাত অনুযায়ী) কোদাল দিয়ে কাটতে হবে। অর্থাৎ উত্তমভাবে মিশ্রণ করতে হবে। মিশ্রণ শেষে মিক্সচারের উপর খোয়া বিছাতে হবে। পুনরায় কোদাল দিয়ে উত্তমভাবে মিশ্রণ করতে হবে।
- মিশ্রণ শেষে মাঝে গর্ত করতে হবে। মাঝে পানি দিয়ে ক্রমান্বয়ে উত্তমরূপে কংক্রিট মেশাতে হবে।
- বেশি নরম/ বেশি শক্ত উভয় প্রকার কংক্রিট ব্যবহার না করাই উত্তম। এর ফলে কংক্রিট হইতে কাঙ্ক্ষিত শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না।
- হাতে মিশ্রণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০% সিমেন্ট বেশি ।
- কংক্রিট মিশ্রণের পূর্বে খোয়া ভাজানো চালতে হবে এবং পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। যাহাতে এর উপর ময়লা / ডাস্ট না থাকে।
- বালি ব্যবহারের পূর্বে অনুরূপভাবে চালতে হবে। যাহাতে ময়লা/ আবর্জনা, ঘাস, শামুক না থাকে।

কংক্রিট দৃঢ় করণঃ

- ফর্মার মধ্যে ঢালাইকৃত কংক্রিট দৃঢ়করণ করার জন্য ভাইব্রেটর মেশিন/ রডিং করতে হবে। যাহাতে কংক্রিটের ভিতর Void না থাকে।
- কংক্রিট শক্ত হওয়ায় পূর্বে ঢালাই এর উপরিতলে গবাদী পশু, যানবাহন ও পায়ের ছাপ যাতে না পরে সে ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।

কিউরিংঃ

- কংক্রিট ঢালাইয়ের ২৪ ঘন্টা পর হইতে ২৮দিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের জন্য কিউরিং করা অপরিহার্য।
- কলামের ক্ষেত্রে ভেজা চট/ ছালা দিয়ে কিউরিং করা যায়।
- ছাদ/ ফ্ল্যাট কংক্রিটের ক্ষেত্রে ঘের তৈরি করে কচুরিপানা বিছিয়ে কিউরিং করতে হবে।
- কংক্রিটের কিউরিং ১৪-২৮ দিন করতে হবে।
- কংক্রিটের উপরে কমপক্ষে ২৫ মি.মি. পানি ধরে রাখা।
- ঘন ঘন পানি ছিটিয়ে কংক্রিটকে সব সময় সিক্ত অবস্থায় রাখা
- রাস্তার চার পার্শ্বে মাটির বাঁধ দিয়ে পানি দিতে হবে। এক্ষেত্রে কচুরীপানা ছড়িয়ে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে

ইটের কাজঃ

- ব্যবহৃত ইট ১ম শ্রেণীর হতে হবে।
- ব্যবহারের পূর্বে পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে যাহাতে এর উপর শেওলা/ময়লা না থাকে এবং ইট ১৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ধোয়া ইট কাত করে রাখতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি ঝড়ে যায়।

- ব্যাট বা আধলা ইট প্রয়োজনের বেশী ব্যবহার করা যাবে না।
- পিকেট (ঝামা) বা আংশিক পিকেট ব্যবহার করা যাবে না।
- ব্যবহারের পূর্বে বালি চেলে নিতে হবে যাতে শামুক/ ঝিনুকের দানা না থাকে।
- বালি মোটা / ঝরঝরে হতে হবে।
- গাঁথুনীতে ব্যবহৃত মসল্লার অনুপাত (১ঃ৪) হতে হবে।
- ব্যবহৃত মসল্লা বেশি নরম/শক্ত হবে না। (মাখা মাখা হবে)।
- মিশ্রিত মসল্লার মিশ্রণের ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।
- মসল্লার পুরুত্ব ১২.৫ মিমিঃ বা ১/২ ইঞ্চি এর অধিক/ কম হইবে না।
- গাঁথুনীতে একই বন্ড ব্যবহার করতে হবে।
- গাঁথুনীতে খাড়া/ জোড়া পরিহার করতে হবে।
- একই দিনে ৩ ফুট বা ১ মিঃ এর উপর গাঁথুনী করা যাবে না।
- ইটের ফ্লগ মার্ক উপরে থাকবে।

ব্লক/কংক্রিট/বিসি রোড ঃ

ব্লক রাস্তা ঃ

এলজিইডি'র উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রামীন সড়কে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে বন্যা পীড়িত অঞ্চলে সিমেন্ট কংক্রিট রোড/ সিমেন্ট কংক্রিট ব্লকের পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়। সকল ঋতুতে ব্যবহার করার স্বার্থে সড়ক পাকা করা হয়ে থাকে। ব্লক রাস্তা নির্মাণ করতে হলে শুরুহতে শেষ পর্যন্ত যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা হলো :

- লে-আউট প্রদান
- মালামাল সংগ্রহ
- বক্স কাটিং
- সাবগ্রেড নির্মাণ
- বালির স্তর (ইম্প্রুভড সাবগ্রেড) স্থাপন
- কম্পেকশন
- সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক স্থাপন
- End Edging হিসাবে End Edging Guide wall / block স্থাপন
- আড় চালু
- সোল্ডার নির্মাণ।

রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা ঃ

স্থান ও অবস্থা ভেদে বিশেষ করে বন্যা কবলিত এলাকায় অঞ্চলে কিছু কিছু উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়কে রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়। তবে সাধারণতঃ হাওর অঞ্চলে এ ধরণের সড়ক বেশি করা হয়ে থাকে। রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা নির্মান করতে হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা হলোঃ

- লে-আউট প্রদান
- মালামাল সংগ্রহ
- বক্স কাটিং

- সাবগ্রেড নির্মান
- বালির স্তর (ইম্প্রুভড সাবগ্রেড) স্থাপন
- কম্পেকশন
- End Edging স্থাপন
- পাতলা বালির স্তর বিছানো
- আরসিসি স্থাপন
- সোল্ডার নির্মাণ।

বিসি রাস্তা ঃ

বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তাকে সংক্ষেপে বিসি রাস্তা বলে। বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মান করতে হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা হলোঃ

- লে-আউট প্রদান
- মালামাল সংগ্রহ
- বক্স কাটিং
- সাবগ্রেড নির্মান
- বালির স্তর (ইম্প্রুভড সাবগ্রেড) স্থাপন
- কম্পেকশন
- AS নির্মান
- End Edging স্থাপন
- WBM এর কাজ দুই স্তরে নির্মান
- Dense Carpeting Layer নির্মান
- সোল্ডার নির্মান।

AS (Aggregate Sand) ঃ

বালি ও খোয়ার সংমিশ্রনে এ স্তরটি তৈরী করা হয়। এটি রাস্তার sub-base হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনুপাত ১ঃ১।

WBM (Water Bound Maccadam) ঃ

খোয়া ও পানির সংমিশ্রনে স্তরে স্তরে রোলিং করে এ স্তরটি তৈরী করা হয়। এটি রাস্তার Base Coarse হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাস্তার পুরুত্ব Specification ও কম্পেকশন ঃ

- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার পুরুত্ব (Thickness) যাচাই করতে হবে ।
- আরসিসি বা ব্লক রাস্তার ক্ষেত্রে উভয় পাশে সুতা ধরে পুরুত্ব (Thickness) চেক করতে হবে ।
- ঢালাই পাট্টা অথবা ভাইব্রেটর দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমান দৃঢ়করণ (Compaction) করতে হবে।
- প্রতিটি স্তর নির্মাণ করার সময় ঐ স্তরের উপরিভাগের ক্যাম্বার রক্ষা করতে হবে ।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ১ম সময়ঃ ২.০০-৩.০০ মেয়াদকালঃ ১.০০ ঘন্টা

অভীষ্ট দল ঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশনএবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ান পরিষদ এর মেম্বার।

অধিবেশনের শিরোনামঃ সড়ক তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা প্রদান

লক্ষ্যঃ অংশগ্রহনকারীদেরকে সড়ক তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা সম্পর্কে অবহিত করা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

- নির্মান শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা প্রদান
- নির্মান শ্রমিকেরা কেন এবং কিভাবে স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিবেন
- কি কি পোষাক পরিচ্ছেদ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন এবং কি ভাবে ব্যবহার করবেন
- নির্মান কাজে পরিবেশ এর উপর কি কি প্রভাব আসবে এবং তা প্রতিকারের উপায় ও কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	ভূমিকা		০৫ মিনিট
	স্বাগত জানানো পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব বর্তমান অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
০২.	বিষয়বস্তু		৪৫ মিনিট
	সড়ক তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন, পরিবেশ ও সমাজের উপর এর প্রভাব এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা ও দলীয় অনুশীলন	
০৩.	সার-সংক্ষেপঃ		
	প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা অধিবেশন সমাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	মুক্ত আলোচনা/ প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
সহায়ক সামগ্রীঃ হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি			

ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতিঃ

১। **শ্বাসতন্ত্রের নিরাপত্তাঃ**-নির্মান কাজের সময় সিমেন্ট, বালি ইত্যাদির ধুলা বাতাসের মাধ্যমে নাকের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুসের ক্ষতি করে। মাস্ক (Dust Mask) ব্যবহার করতে হবে।

২। **চোখের ও মুখের নিরাপত্তাঃ**- সিমেন্ট বালি ও অন্যান্য ধুলোকনা চোখে প্রবেশ করে চোখের ক্ষতি সাধন করে। নিরাপত্তামূলক চশমা ব্যবহার করতে হবে।

৩। **মাথার নিরাপত্তাঃ** কাজের সময় ভারি কিছু মাথায় পড়ে কিংবা মালামাল পরিবহনের সময় মাথায় আঘাত লাগতে পারে। হেলমেট/নিরাপত্তা টুপি পরিধান করা।

৪। **পায়ের নিরাপত্তাঃ** নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড, ধারালো বস্তু, পেরেক ইত্যাদি খোচায় পায়ে আঘাত লেগে টিটেনাস হতে পারে, ক্ষত দেখা দিতে পারে। সেই জন্য পা কেটে ফেলতে হতে পারে। গরম/ঠান্ডা জাতীয় পদার্থ দ্বারা পায়ের ক্ষতি হতে পারে। নিরাপত্তা জুতা (Safety Shoes/ Protective Foot Wear) ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৫। **হাতের নিরাপত্তাঃ** হাত দ্বারা বিভিন্ন মালামাল উঠা নামার কাজ করা হয়। হাতে যাতে গরম/ ঠান্ডা/ ধারালো/ রাসায়নিক বস্তুর আঘাত না লাগে সে জন্য নিরাপত্তা প্রয়োজন। Hand Gloves ব্যবহার করতে হবে।

৬। শরীরের নিরাপত্তাঃ কাজের সময় গরম, ঠান্ডা, রাসায়নিক বস্তুসহ যন্ত্রপাতির আঘাত শরীরে লাগতে পারে। ঢিলা কাপড় যন্ত্রপাতির সাথে জড়াতে পারে। এপ্রোনসহ কাজের উপযোগী পোষাক পরিধান করতে হবে।

৭। কানের নিরাপত্তাঃ-যন্ত্রপাতির শব্দ ও ধুলোবালি কানে ক্ষতি করতে পারে।

- Ear Protection Gear ব্যবহার করতে হবে।

নির্মাণ কাজের সময় করনীয়ঃ

- নির্মাণ সাইটে শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য First Aid Box এর ব্যবস্থা রাখা।
- নিরাপদ খাওয়ার পানিসহ মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবস্থা রাখা।
- হাসপাতাল, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশে কাজ করার সময় ধুলাবালি বাতাস ও শব্দ দূষন এর বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।
- শিশু শ্রমিকদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ হইতে বিরত রাখা।
- ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকে শব্দ দূষন ও বায়ু দূষন যাতে না হয় সে জন্য নিয়মিত মেরামত ও সচল রাখা।
- পানিতে সরাসরি কোন ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না।
- সিমেন্ট ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখা এবং সিমেন্টিং কাজের জন্য Platform নির্মান করা।
- নির্মান শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে দেওয়া।
- পথচারীদের স্বাভাবিক চলাচলের ব্যবস্থা নেওয়া।
- নিয়মিত পানি ছিটানো, কিউরিং করা, কাজ চলাকালীন Concrete এর Cylinder Test ও নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বক্স কাটিং করা।
- নির্মান কাজ থেকে যাহাতে শব্দ দূষন, বায়ু দূষন, পানি দূষন, ও মাটি দূষন না হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ সময়ঃ৩,০০-৪,০০, মেয়াদ কালঃ ১,০০ ঘন্টা

অভীষ্ট দল ঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর সদস্য।

অধিবেশনের শিরোনামঃ সড়ক রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

লক্ষ্য ঃ অংশগ্রহনকারীরা সড়ক রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

- সড়ক রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	ভূমিকা		০৫ মিনিট
	স্বাগত জানানো পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব বর্তমান অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
০২.	বিষয়বস্তুঃ		৪৫ মিনিট
	সড়ক রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা ও দলীয় অনুশীলন	
০৩.	সার-সংক্ষেপঃ		১০ মিনিট
	প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা অধিবেশন সমাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	মুক্ত আলোচনা/ প্রশ্নোত্তর	
সহায়ক সামগ্রীঃ হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি			

সড়ক রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সড়ক রক্ষনাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও মনিটরিং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার স্বার্থে নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের তথ্যাদি সংরক্ষন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ছক অনুসরন করতে হবে। নিয়োজিত সুপারভাইজার ও উপজেলায় কর্মরত টেকনিক্যাল স্টাফগন মনিটরিং প্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। এতদসংক্রান্ত সকল তথ্যাবলী উপজেলা প্রকৌশলী সংরক্ষন করবেন এবং যাচাই- বাচাই করে নির্ধারিত ছকে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরন করবেন। কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, গুণগত মান, অগ্রগতি সহ অন্যান্য তথ্যাদি প্রতিবেদন আকারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে ।

- রাস্তা ভিত্তিক সকল আরএমজির কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষনের জন্য একটি করে রক্ষনাবেক্ষন মনিটরিং রেজিষ্টার প্রতি আরএমজির জন্য সংগ্রহ করতে হবে। দলনেত্রী উক্ত রেজিষ্টার সংরক্ষন করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত যেমনঃ কাজের অবস্থান, প্যাকেজ নম্বর, দৈনিক কাজের পরিমান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী (রক্ষনাবেক্ষন) নিয়মিত সড়ক রক্ষনাবেক্ষনের সার্বিক মনিটরিং রিপোর্ট উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন ।
- উপজেলায় গৃহীত সকল নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন কর্মকান্ড একত্রিত করে তার অগ্রগতি কমিউনিটি অর্গানাইজার মাসিক মনিটরিং সামারী আকারে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (রক্ষনাবেক্ষন) এর মাধ্যমে উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট উপস্থাপন করবেন ।
- উপজেলা প্রকৌশলী সকল তথ্য/ প্রতিবেদন যাচাই- বাছাই করার পর নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর প্রেরন করবেন ।
- উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট হতে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।
- সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহনের দরকার হয়, নির্বাহী প্রকৌশলী সে ব্যাপারে তার উপদেশ উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রদান করবেন।
- উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট হতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রত্যেক মাসের ১ম সপ্তাহে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরন করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে নির্বাহী প্রকৌশলী যে কোন সমস্যা যথাসময়ে সদর দপ্তরে নজরে আনবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন ।
- কার্য সহকারী ছাড়াও উপ-সহকারী প্রকৌশলী (রক্ষনাবেক্ষন), কমিউনিটি অর্গানাইজার ও উপজেলা প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুনগত মান ও অগ্রগতির প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখবেন ।

ইউনিয়ন পরিষদঃ

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে সকল স্তরে কোন না কোন ভাবে জড়িত থাকবেন। উল্লেখযোগ্য দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপঃ

- রক্ষণাবেক্ষন কমিটি গঠন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগনকে সংগঠিত করনে সক্রিয় অংশগ্রহন
- উপকারভোগী তালিকা প্রনয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান
- রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান
- প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন
- জরুরী মেরামতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিশেষ অনুদান প্রদান এবং
- জরুরী মেরামতের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমম্বয় কমিটি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা এবং এ বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ সময়ঃ ৪,০০-৪,৩০, মেয়াদ কালঃ ৩০ মি.

অভীষ্ট দলঃ আইএমসি'র সকল সদস্য, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, হেড মেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর সদস্য।

অধিবেশনের শিরোনাম ঃ সমাপনী অনুষ্ঠান

লক্ষ্যঃ নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরন ও রক্ষণাবেক্ষন কোর্স সমাপ্তি ।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীরা আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সাথে পরিচিত হবেন এবং কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর বিষয়ে উদ্দীপ্তকরন বক্তব্য শুনবেন।

নং	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
০১.	**ভূমিকা**		০৫ মিনিট
	অনুষ্ঠান পরিচালকের শুভেচ্ছা বক্তব্য	বক্তৃতা	
০২.	**বিষয়বস্তুঃ**		২০ মিনিট
	• একজন প্রশিক্ষণার্থী ও একজন আমন্ত্রিত অতিথি কোর্সের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে বক্তব্য দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর আশাবাদ ব্যক্ত করবেন। • প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা মোতাবেক কাজ করার জন্য উদ্বোদ্ধকরন বক্তব্য রাখবেন। • প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ (যদি থাকে) করবেন।	বক্তৃতা	
০৩.	**সার-সংক্ষেপঃ**		০৫ মিনিট
	সভাপতি আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।	বক্তৃতা	
সহায়ক সামগ্রীঃ ব্যানার, পরবর্তী কোর্সের জন্য পরামর্শ			